

(গ) স্ফাট ঋণঃ

টার্গেট এলাকা	সুদ হার	ঋণের সিলিং (লক্ষ টাকায়)
ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা	১০%	৮০.০০
ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা বাদে দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর এলাকা	১০%	৬০.০০
পল্লী অঞ্চলে বাড়ী নির্মাণের ঋণ (পেরি আরবান ও উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার এলাকা)	৯%	৪০.০০

- ❖ গ্রহিতার ইকুইটি : ৭০ঃ৩০।
- ❖ পরিশোধ মেয়াদ : ৫, ১০, ১৫, ২০ ও ২৫ বছর।
- ❖ মাসিক কিস্তি : এমরটাইজেশন (Amortization) পদ্ধতিতে মাসিক কিস্তি নির্ধারণ হবে।
উক্ত পদ্ধতিতে প্রতি লক্ষ টাকায় সুদের হার ও মেয়াদ ভিত্তিক ঋণের মাসিক কিস্তির পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

পরিশোধ মেয়াদ	১০% সুদে মাসিক কিস্তির পরিমাণ	৯.৫০% সুদে মাসিক কিস্তির পরিমাণ	৯% সুদে মাসিক কিস্তির পরিমাণ	৮.৫০% সুদে মাসিক কিস্তির পরিমাণ
২৫ বছর	৯০৯.০০ টাকা	৮৭৪.০০ টাকা	৮৩৯.০০ টাকা	৮০৫.০০ টাকা
২০ বছর	৯৬৫.০০ টাকা	৯৩২.১০ টাকা	৯০০.০০ টাকা	৮৬৭.৮২ টাকা
১৫ বছর	১০৭৫.০০ টাকা	১০৪৪.২০ টাকা	১০১৪.০০ টাকা	৯৮৪.৭০ টাকা
১০ বছর	১৩২২.০০ টাকা	১২৯৪.০০ টাকা	১২৬৭.০০ টাকা	১২৪০.০০ টাকা
৫ বছর	২১২৫.০০ টাকা	২১০০.০০ টাকা	২০৭৬.০০ টাকা	২০৫২.০০ টাকা

নির্মিতব্য দালানের বিবরণ :

- ❖ এক বা একাধিক ইউনিট বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ :

- দেশের জিডিপিতে অবদান রাখবে;
- রেমিটেন্স প্রবাহ অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পাবে;
- দেশে নির্মাণ কাজ বৃদ্ধি পাবে;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যগণ উন্নত পরিবেশে বসবাসের সুযোগ পাবে;
- ফলে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ স্বদেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে;
- সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হবে;
- ফলে মানুষের জীবন-মানের উন্নতি ঘটবে।

- ❖ **বি: দ্র:** বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ অফিসে যোগাযোগ করুন অথবা বিএইচবিএফসি'র Web Site (www.bhbfc.gov.bd) -এ সার্চ করুন।

প্রবাসবন্ধু

প্রবাসী আবাসন ঋণ কর্মসূচী (Housing Loan for NRB)



বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন
Bangladesh House Building Finance Corporation

সুভাসনের দিগন্তে বৃত্তিহের স্মারক

২২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন- ০২৯৫৬১৮২৬

Website: www.bhbfc.gov.bd, E-mail: info@bhbfc.gov.bd হেল্প লাইন : 02-9561380

প্রবাসী বাংলাদেশীরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। ফলে স্বদেশে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হচ্ছে। তাঁদের প্রেরিত অর্থ কাজে লাগিয়ে দেশে বিভিন্ন কলকারখানা, আধুনিক শপিং মল, খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন পার্ক, মৎস চাষসহ বিভিন্ন প্রকল্প, বাণিজ্যিক ভবন, ইত্যাদি গড়ে উঠছে। ফলশ্রুতিতে দেশে বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে; বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে (রাজউক, সিডিএ, কেডিএ ইত্যাদি) প্রট বরাদ্দ দিলেও বিএইচবিএফসিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য আলাদা আবাসন ঋণ কর্মসূচী নেই। কর্পোরেশনের ঋণ কর্মসূচীতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আবাসন ঋণ দেয়ার নগণ্য সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষিত হয়েছে। রূপকল্পে সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করণের সরকারী অঙ্গীকার রয়েছে। সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে বিএইচবিএফসি “প্রবাসী আবাসন ঋণ কর্মসূচী” নামে একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে।

“প্রবাসী আবাসন ঋণ” চালুর উদ্দেশ্য :

- ❖ বিএইচবিএফসি দেশের গৃহায়ণে সেবামূলক একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান। মানুষের দৈনিক মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম;
- ❖ প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের বাসস্থান তৈরীর লক্ষ্যে আবাসন ঋণ দেয়া হবে;
- ❖ বহুতল ভবন নির্মাণে আধুনিক নাগরিক সুবিধা তৈরি হবে;
- ❖ প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের কষ্টার্জিত অর্থ যথাযথভাবে বিনিয়োগ হবে;
- ❖ ফলে আবাসন নির্মাণে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন হবে;
- ❖ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে।

ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সুবিধা :

- ❖ প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য দেশের মেট্রোপলিটন এলাকা, সিটি কর্পোরেশন এলাকা, বিভাগীয় সদর, জেলা সদর, গ্রোথ সেন্টার এবং গ্রামীণ উন্নয়ন এলাকায় গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান;
- ❖ কর্পোরেশনের বিদ্যমান ২৯টি জোনাল/রিজিওনাল অফিসের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে;
- ❖ ভবিষ্যতে কার্যালয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণ কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হবে;

ঋণের প্রকারভেদ :

- ১। বাড়ী নির্মাণের জন্য একক ঋণ;
- ২। বাড়ী নির্মাণের জন্য গ্রুপ ঋণ; এবং
- ৩। ফ্ল্যাট ঋণ।

অভিষ্ট জনগোষ্ঠী (Target Group) :

মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইউকে, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইটালী এবং অন্যান্য দেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিক।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা :

- ❖ ঋণ আবেদনকারী জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নাগরিক এবং প্রবাসী হলে;
- ❖ দেশে নিরুপস্থিত জমির মালিক হতে হবে। ফ্ল্যাট ঋণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেজিস্টার্ড ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ফ্ল্যাট ক্রয়ে আগ্রহী হতে হবে;
- ❖ প্রবাসী নাগরিকগণের ক্ষেত্রে বৈধভাবে বাংলাদেশের বাহিরে বস্থানকাল ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর হতে হবে;
- ❖ বিদেশের Employment Certificate এবং রেসিডেন্ট পারমিটসহ সকল কাগজপত্র বা Documents কনসাল্টেট/এম্বাসী'র মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত Exchange House এবং মাধ্যমে Verify করে দাখিল করতে হবে অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়নপূর্বক দাখিল করতে হবে।

- ❖ প্রবাসী নাগরিকদেরও বাংলাদেশী পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত জামানতি সম্পত্তি মার্জে সম্প্রের পর ঋণ প্রদান করা হবে;
- ❖ বাংলাদেশের যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে ঋণ আবেদনকারীর সফল হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সরাসরি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ❖ ঋণে নির্মিত বাড়ি/ফ্ল্যাট তথা সার্বিক কার্যাদি তত্ত্বাবধান করার জন্য বাংলাদেশে অবস্থানরত একজন নমিনি/প্রতিনিধি কে আমোক্তোর (Power of Attorney) নিযুক্ত করতে হবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পাওয়ার-অব-এটর্নী ২০১২ অনুসরণ করে কর্পোরেশনের নমুনা মোতাবেক আম-মোক্তোরনামা দাখিল করতে হবে।
- ❖ ঋণ প্রস্তাবিত সম্পত্তি দায়মুক্ত হতে হবে;
- ❖ বন্ধকীভব্য সম্পত্তি সর্বদাই বিএইচবিএফসি'স ১ম চার্জে দায়বদ্ধ হবে;
- ❖ সরকারী প্রতিষ্ঠানের লীজপ্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে আম-মোক্তোরনামা লীজ দাতা কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।

দাখিলতব্য দলিল ও কাগজপত্রের তালিকা :

➤ প্রাইভেট প্রটের ক্ষেত্রে :

১. জমির মূল মালিকানা দলিল, বায়া দলিল;
২. সি.এস. এস.এ, আর.এস ও বি.এস খতিয়ানের জাবোদা নকল;
৩. ডি.সি.আর, খাজনা রশিদ ও নামজারী খতিয়ান;
৪. জেলা/সাব রেজিস্ট্রী অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত ১২ (বার) বছরের নির্দায় সনদ (এন.ই.সি)।

➤ সরকারী প্রটের ক্ষেত্রে :

১. প্রটের বরাদ্দ পত্র;
২. দখলহস্তান্তর পত্র;
৩. মূল লীজ দলিল ও বায়া দলিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
৪. লীজ দাতা প্রতিষ্ঠান হতে বন্ধক অনুমতি পত্র;
৫. হস্তান্তরমূলে মালিক হলে হস্তান্তর অনুমতিপত্র ও নামজারী, ডি.সি.আর, খাজনা রশিদ।

➤ গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে :

১. উপরোক্তিত কাগজপত্র ছাড়াও রেজিস্টার্ড ফ্ল্যাট বন্টননামা দলিল।

➤ প্রকৌশল সংক্রান্ত কাগজপত্র :

১. অনুমোদন পত্রসহ অনুমোদিত নকশা;
২. প্রটের সয়েল টেষ্ট রিপোর্ট;
৩. ইমারতের কাঠামো নকশা ও ভারবহন সনদ।

ঋণ সুবিধা প্রকৃতি :

(ক) বাড়ী নির্মাণের জন্য একক ঋণ:

টার্গেট এলাকা	সুদ হার	ঋণের সিলিং (লক্ষ টাকায়)
ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা	৯.৫০%	১০০.০০
ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা বাদে দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর এলাকা	৮.৫০%	৬০.০০
পল্লী অঞ্চলে বাড়ী নির্মাণের ঋণ (পেরি আরবান ও উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার এলাকা)	৮.৫০%	৫০.০০

(খ) বাড়ী নির্মাণের জন্য গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ:

টার্গেট এলাকা	সুদ হার	ঋণের সিলিং (লক্ষ টাকায়)
ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা	৯.৫০%	৬০.০০
ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা বাদে দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা সদর এলাকা	৮.৫০%	৪০.০০
পল্লী অঞ্চলে বাড়ী নির্মাণের ঋণ (পেরি আরবান ও উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার এলাকা)	৮.৫০%	৪০.০০